215

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL. 23 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বেসরকারি শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ১০০% প্রদান প্রসঙ্গে

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় অতি সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ ৮০%-এর স্থলে ১০০% প্রদানের বিষয়ে সদাশয় সরকার বাহাদুর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। জাতি গঠনের সরকারি ও 'বে-সরকারি' কারিগর শ্রেণীর মধ্যে দুর্ভাগ্য-জনকভাবে আকাশচুম্বি বেতন বৈষম্য বিদ্য-মান সত্ত্বেও বেতন স্কেলের ২০% বৃদ্ধির সাম্প্রতিক এই সিদ্ধান্তে অনেক কষ্টের মাঝেও আমরা স্বস্তিবোধ করিতেছিলাম। কিন্তু পত্রিকান্তরে দেখিলাম উক্ত ২০% বৃদ্ধির বিষয়টি নাকি সকলের জন্য উন্মুক্ত নহে, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার উপর উহা নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে আমাদের কিছু বলিবার আছে।

জাতীয় বেতন স্কেল '৯৭-এর আওতায় বেসরকারি শিক্ষক/কর্মচারিগণকে সম্পৃক্ত করিবার লক্ষ্যে তাহাদের যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতা বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বেই সংগ্রহ করা হইয়াছিল এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সংগৃহীত তথ্যের আলোকেই তাহাদিগকে প্রাপ্য স্কেল প্রদান করত উহার ৮০% বেতন-ভাতা জুলাই '৯৭ হইতে পরিশোধ করা হইতেছে। এক্ষেণে সর-কারের অতি সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তানুযায়ী অবশিষ্ট ৩০% প্রদানের ক্ষেত্রে পুনরায় তাহাদের যোগ্যতা বা জ্যেষ্ঠতা পরিমাপের কেন প্রয়োজন পড়িতেছে তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ প্রদানের সময় যোগ্যতা দেখা হইল, প্রথম এমপিও ভুক্তির সময় শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক যোগ্যতা দেখা হইল, জাতীয় বেতন স্কেলে সম্পৃক্ত করিবার সময় যোগ্যতা দেখা হইল, এমনকি ৮০% প্রদানের সময়ও যোগ্যতা/ জ্যেষ্ঠতা দেখা হইল। ইহার পর অবশিষ্ট ২০% প্রদানের সময়ও কি বিশেষ কমিটি করিয়া পুনরায় যোগ্যতা/ জ্যেষ্ঠতা যাচাই করিবার সত্যই প্রয়োজন আছে? বিষয়টি প্রশ্নাতীত নহে। আর প্রশ্নাতীত নহে বলিয়াই ইতোমধ্যে শিক্ষক/কর্মচারীদের মাঝে সঙ্গত কারণেই অসন্তোষ দেখা দিয়াছে।

এমতাবস্থায় জাতি গঠনের 'বেসরকারি কারিগর' হিসাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনে আমাদের বিনীত ও সুস্পষ্ট বক্তব্য ঃ যাচাইকৃত যোগ্যতা/জ্যেষ্ঠতার মাপকাঠিতে এমপিও মে '৯৯ মোতাবেক শিক্ষক/ কর্ম-চারিগণের মধ্যে যাহারা যে স্কেল প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যথারীতি উক্ত স্কেলের ৮০% ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা-দিগকে অবশিষ্ট ২০% প্রদান করা হোক। ভিন্নরূপ চিন্তার মাধ্যমে কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টির অবকাশ না রাখিয়া এবং উচ্চ পর্যায়ের কমিটিকে অতিরিক্ত ব্রেইন খাটা-ইয়া অতি সহজ একটি বিষয়কে দুর্বোধ্য ও জটিল করিয়া তুলিয়া বেসরকারি শিক্ষক সমাজ ও সদাশয় সরকারের মধ্যে অহেতুক তিক্ততা সৃষ্টি করিবার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। পাশাপাশি 'ইনসেনটিভ' হিসাবে প্রদত্ত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট নামক বস্তুটি স্কেল প্রাপ্তির শুরুতে একবার মাত্র না দিয়া উক্ত স্কেল চলাচালীন সময়ে অন্যান্য সেক্টরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ন্যায় প্রতি বৎসরই যাহাতে দেওয়া হয় সে দাবিটিও প্রসঙ্গত সবিনয়ে পেশ করিয়া রাখিতে চাই।

অধ্যক্ষ এম আবদুর রাজ্জাক
বাঁকড়া ডিগ্রি কলেজ
বাঁকরা বাজার (ঝিকরগাছা), যশোর।